B.A. Semester - IV (Hons.)
Subject - Political Science (Hons.)
Paper - CC-8 (Political Processes and Institutions in Comparative Perspective)

Syllabus Unit No. - VI
Content: Historical Context of Federation.

P. Patra

Q: Discuss the historical context or background of federation.
(যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বা পটভূমি আলোচনা কর।)

Ans: উইলোবি (W.F. Willoughby) বলেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মতোই রাষ্ট্রের বিবর্তন ঐতিহাসিক কারণেই গঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রায় কোন যুক্তরাষ্ট্রই পূর্বপরিকল্পিত ভাবে গঠিত হয়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্রই বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে উদ্ভূত হয়েছে। প্রত্যেক দেশের ঐতিহাসিক পরিস্থিতি বিভিন্ন বলে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পদ্ধতি। যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল নির্দিষ্ট প্রয়োজনে তেরোটি স্বাধীন উপনিবেশের মিলনের মধ্য দিয়ে। প্রথমে তৈরী হয়েছিল রাষ্ট্র-সমবায় ~~(Federation)~~ (Confederation), পরে তা যুক্তরাষ্ট্রের (federation) রূপ নিয়েছে। ~~অনুরূপ~~ অনুরূপ ভাবেই সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল। আবার, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠিত হয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ঐ আলাদা আলাদা প্রকৃতির জন্য সব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বরূপ এক ধরনের নয়।

স্ট্রং (C.F. Strong)-এর মতে, জাতীয় সার্বভৌমত্বের এবং আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের সমন্বয়ের ফলে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। ঐতিহাসিক প্রাচীন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দুটি স্তর

তথা বলেছেন। প্রথমত, নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী এবং বিভিন্ন জাত ধর্মের লোকেদের মধ্যে সংযুক্ত হবার প্রবল রাষ্ট্র-গুলির অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হতে হবে; এবং দ্বিতীয়ত, ঐক্যবদ্ধ হতে চাইলেও তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা বর্তমান থাকতে হবে। অর্থাৎ ডাইসির ভাষায় বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র গঠনের শর্ত হল: বিভিন্ন রাষ্ট্র বা অঙ্গ-রাজ্যগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে চাইতে হবে, কিন্তু তারা একীভূত হতে চাইবে না। উইলিয়াম এন্ডারসনের লেখা থেকে জানা যায় যে, একটি কেন্দ্রাভিমুখী (centripetal) শক্তি এবং কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) শক্তি — এই দুই ~~শক্তির~~ বিপরীত শক্তির সমন্বয়েই যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

ভৌগোলিক রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্য নানা কারণে দেখা দেয়। স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সামাজিকতাও তেমনি নানা কারণে থাকে। সেগুলিই যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রধান শর্ত বা পটভূমি হিসাবে কাজ করে।

<u>যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রধান সাফল্যের শর্ত উল্লেখ করেন:</u>

(১) **ভৌগোলিক নৈকট্য** — ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষার শর্ত হিসাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল ভৌগোলিক নৈকট্য। ভৌগোলিক দিক থেকে দূরবর্তী বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না। ভৌগোলিক দূরত্ব ঐক্যের পথে অন্তরায় হয়। জাতীয় ঐক্যের অভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার শর্ত হিসেবে সেখানে অঙ্গরাজ্যগুলির ভৌগোলিক নৈকট্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভৌগোলিক নৈকট্য ছাড়া ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় না। এর একটি বড় প্রমাণ পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে গঠিত পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

(২) **[illegible]** — বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়ে ঐক্য থাকা প্রয়োজন। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্নতা থাকলেও অন্যান্য বিষয়গুলি উপস্থিত থাকে জনগণের মধ্যে গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষা

আগ্রহের ভিত্তিতে ভারত চীন সাথে উঠেছে। সুতরাং সামরিক উপস্থিতি ও ভারত চীন যুক্তরাষ্ট্রীয় সাম্প্রতিক চীনের একান্ত প্রয়োজন।

③ আঞ্চলিক প্রতিবেশীদের অন্তর্ভুক্ত করলে আঞ্চলিক যেমন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের শান্তি বজায় থাকবে, তেমনি অনেক বিষয় যেমন, সন্ত্রাসবাদ, জলবায়ু, ইত্যাদি সমাধান সম্ভব হবে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা যুক্তরাষ্ট্র চীনের প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সমাধান এখনো অনিশ্চিত হয়ে আছে। এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ইন্দো-প্যাসিফিক-এর বিশেষ ভূমিকা। যেমন সামরিক যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ-এশিয়ায় ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কিন্তু শুধু সামরিক বিষয় প্যাসিফিক নয় বরং ইন্দো-প্যাসিফিক প্রশ্ন উঠবে।

④ শুধু ভৌগোলিক সার্বিক এবং আন্তঃদেশীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সম-স্বার্থ থাকে নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক হতে পারে। বিভিন্ন দেশের সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র সাথে বাণিজ্য বাড়ালে এর সুফল এশিয়া চীন সাথে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন চীন সফরে সময় বাণিজ্য চুক্তি করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র চীনের ইউরোপ দেশগুলি ও মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলির সাথে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

⑤ যুক্তরাষ্ট্র-চীনের সম্পর্ক আরো উন্নত হতে পারে যদি উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব যুক্তরাষ্ট্র চীন সম্পর্কে পূরণ হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র-চীনের মধ্যে উপযুক্ত মাধ্যমের সাথে সাথে বোঝা প্রয়োজন। এই উপযুক্ত মাধ্যমের সাথে যোগ্য নেতৃত্ব। বোঝার জন্য প্রয়োজন সহযোগিতা ও যোগ্য নেতৃত্ব। সাহসী, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও দূর-ভিত্তিক নেতৃত্ব তাইওয়ানের সাথে আলোচনা সংকটের বিষয় সমাধান করতে পারে। নেতাদের প্রচেষ্টার উপর যুক্তরাষ্ট্রের